দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

ভর্তি ও নিয়োগে এমপির কথাই শেষ কথা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নীতিমালা আজ ঘোষণা, এমপি কোটা থাকছে না

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিক্ষার্থী ভর্তিতে এমপিদের কোটা সংরক্ষণের বিধান না থাকলেও স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় ভর্তি থেকে শুরু করে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগসহ সকল ক্ষেত্রে এমপিদের কর্তৃত্বই শেষ কথা। এসব ক্ষেত্রে এমপিদের প্রভাব সম্প্রতি প্রকাশিত টিআইবি প্রতিবেদনেও প্রকাশ পেয়েছে। এ ছাড়াও দেশের সকল পর্যায় থেকেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপির কর্তৃত্বের নানা খবরও পাওয়া যায়। তাই নতুন করে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এমপিদের জন্য কোটা রাখা-না; রাখার বিষয়টি পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

ভর্তি ও নিয়োগে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ কি না-তা নিয়ে বিশেষজ্ঞমহল প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলছেন, একজন এমপি তাঁর নির্বাচনী এলাকার তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি আর বাকি সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি এমপির মনোনীত ব্যক্তি। এ বাস্তবতায় এমপির নির্দেশের বাইরে কিছু হতে পারে-এমন ধারণার সুযোগ কোথায়?

গত পরশু শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় সংসদীয় কমিটির এক সভা শেষে জানানো হয়েছিলো যে, সোমবার (গতকাল) ভর্তির চূড়ান্ত নীতিমালা ঘোষণা করা হবে। সভায় সংসদ সদস্যরা উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং ও সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরীকে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতে এমপিদের দুই শতাংশ কোটা নিশ্চিত করার প্রস্তাব করেছিলেন। সে সভায় শিক্ষা সচিব এমপিদের জন্য কোটা রাখার প্রস্তাবে নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে বলেছিলেন এতে এমপিদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ ছাড়া একই সভায় উপস্থিত এমপিদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোটার বিষয়টি নিয়ে বিভাজন দেখা দেয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপিও সভায় উল্লেখ করেন- তিনি কোনো কোটার সুযোগ নেবেন না। অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি ফরমের দাম ঢাকায় ৫০০ টাকা এবং এমপিদের কোটা রেখে নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করে।

গতকাল অবশ্য বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ভর্তির ক্ষেত্রে এমপিদের কোটা রাখার প্রস্তাব বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে ভর্তির নীতিমালা চূড়ান্ত হলে তা পুনরায় সংশোধন করে আজ মঙ্গলবার ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সংশোধিত নীতিমালায় রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি ফরমের দাম বাড়িয়ে ১০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ১০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়। আজ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নীতিমালা অনুমোদন করার পর তা তিনি নিজেই প্রকাশ করবেন।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য পাঁচ শতাংশ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে শুধু ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় দুই শতাংশ কোটা রয়েছে।

শিক্ষা সচিব ইত্তেফাককে বলেন, গরীব শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় রেখেই ভর্তি ফরমের দাম পুনঃনির্ধারণ করা হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ও সরকার বা মন্ত্রীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো পদক্ষেপ নেবে না মন্ত্রণালয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন- ভাবমূর্তি ধরে রাখতে কোনো চাপের কাছে মন্ত্রণালয় নতিস্বীকার করবে না।

তিনি জানান, বেসরকারি বিদ্যালয়ে এবারো প্রথম শ্রেণীতে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। অন্য শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা হবে। তবে নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি হবে জেএসসির ফলের ভিত্তিতে। শিক্ষা সচিব বলেন, এবারো বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি আট হাজার এবং ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোতে ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হবে।

এমপিদের কথাই শেষ কথা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী একজন এমপি সর্বোচ্চ তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। সংশ্লিষ্ট সংসদীয় এলাকায় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতিও এমপি'র মনোনীত ব্যক্তি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর এমপিদের কর্তৃত্ব বহাল রয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে ভর্তির যাবতীয় কার্যক্রম এমপির প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নির্দেশেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই শুধুমাত্র নির্ধারিত কোটা রেখে বিষয়টিতে নীতিগত সমর্থন দেয়ার দায়িত্ব নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বাধ্য করা হচ্ছিল। যদিও এ নিয়ে নীতি নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে সমালোচনা করা হয় বিভিন্ন মহল থেকে। কারণ এমপিদের দায়-দায়িত্বের মধ্যে এ কাজটি পড়ে না।

তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায়, অতীতে সব সময়েই ভর্তিসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে এমপিদের ভূমিকা কমবেশি ছিলই। তবে আগে যে বিনয় লক্ষ্য করা যেতো এখন তা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। এখন এমপিদের কথাই যেনো শেষ কথা। গেল ২০১২ শিক্ষাবর্ষেও ঢাকাসহ দেশের ছোট-বড় শহরগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে এ রকম ভাবই দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনার কথাও প্রকাশ পেয়েছে গণমাধ্যমে। ক্ষেত্রবিশেষ পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপও করতে হয়েছে। পরিচালনা পরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

এদিকে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে তা বাতিল করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা সচিব। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি নীতিমালা প্রকাশের পরই সব প্রতিষ্ঠানকে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। তবে এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম বলেন, ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনা সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে ঢাকা শহরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি ফরমের মূল্য হবে ২শ' টাকা। সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমি অবগত। এ ছাড়া শিক্ষা সচিবের মতামত নিয়ে আমি ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছি।

অন্যদিকে অভিভাবক ফোরাম জানিয়েছে, এমপিদের জন্য দুই ভাগ কোটা কোন অভিভাবক মেনে নেবে না। সরকার এমপিদের জন্য কোটা বরাদ্দ রাখলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।